সংবাদ

তারিখ ২২ NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণী

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের অবদান অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব

বাকী বিল্লাহ

চতুর্থ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা কমিটি থেকে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে এই প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এই নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে মৌখিক আলোচনা হয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালো রাতে মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইন হতে পুলিশের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

পুলিশের : অবদান

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বাঙালি পুলিশ সদস্যরা সর্বপ্রথম পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধকালে পুলিশের প্রায় ৩৩,৯৯৫ জন পুলিশ সদস্যের মধ্যে প্রায় ১৩,০০০ হাজার পুলিশ সদস্য পাকিস্তান সরকারের অনুগত্য অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। ওই সময় সারাদেশের বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা অস্ত্রাগার হতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের সময় সাহায্য সহযোগিতা করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যুদ্ধের সময় পুলিশ বাহিনীর ১১০০ জন সদস্য শহীদ হন। পঙ্গুত্ববরণ করেন অসংখ্য। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য রাজশাহীর তৎকালীন ডিআইজি শহীদ মামুন মাহমুদ, রাজশাহীর পুলিশ সুপার শাহ আবদুল মজিদ, চট্টগ্রামের পুলিশ সুপার শহীদ শামসুল হক ও কুমিল্লার পুলিশ সুপার শহীদ মুন্সী কবির উদ্দিন স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার পুলিশকে স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১১ প্রদান করেন। কিন্তু মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার বিষয়টি এ দেশের পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যার কারণে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের গৌরবময় ভূমিকার বিষয়টি জানতে পারছে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শিরোনামে প্রস্তাবে ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। হানাদার বাহিনী সর্ব প্রথম রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে আক্রমণ করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সে কর্মরত বাঙালি পুলিশ সদস্যরা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

পাকবাহিনী অসংখ্য ছাত্র শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর ও সাধারণ নারী-পুরুষকে হত্যা করে। এ কারণেই ২৫ মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কালোরাত হিসেবে পরিচিত। সেই রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়।

স্বাধীনতাযুদ্ধের বিভিন্ন লোমহর্ষক কাহিনী পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণী, পঞ্চম শ্রেণী, ষষ্ঠ শ্রেণী, সপ্তম শ্রেণী ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে খসড়া করা হয়েছে। প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি থেকে শুরু করে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন শিরোনামে লেখা তুলে ধরা হয়েছে।

পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, গত এক মাস আগে এই প্রস্তাব পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। পুলিশ কর্মকর্তারা আশাবাদী, পাঠ্যপুস্তকে পুলিশের ভূমিকা তুলে ধরলেও ছোট থেকে ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধ ও পুলিশের অবদান সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে।